প্রথম আলো

তারিখ 27 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

পাঠাগার সংস্কৃতি

আধুনিক প্রযুক্তি নতুন মাত্রা দিতে পারে

আমাদের এই দেশে একটা সময় ছিল, যখন ছোট-বড় শহরে তো বটেই, কিছু কিছু মফস্বল অঞ্চলেও পাঠাগারকে কেন্দ্র করে জ্ঞানবিদ্যা ও বিনোদনের একটা ফলদায়ী সংস্কৃতি ছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বহু বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ভাণ্ডার হিসেবে পাঠাগারের ব্যবহার বেশ প্রচলিত ছিল। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মননশীল ও সৃজনশীলতা বিকশিত করার ক্ষেত্রে পাঠাগারকেন্দ্রিক নানা কর্মকাণ্ডের প্রচলনও ছিল।

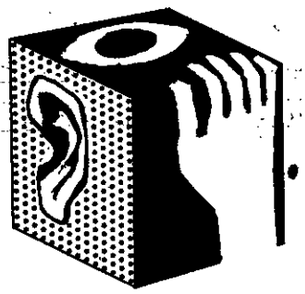

প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য ও জ্ঞান প্রসারের নানা মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে। বিনোদনের মাধ্যমেও নানা বৈচিত্র্য এসেছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির প্রসারের ফলে এ ক্ষেত্রে রীতিমতো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও বইয়ের বিকল্প নেই। সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য বইয়ের এক বিরাট ভাণ্ডার হলো পাঠাগার।

পাবনার গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি তেমনি একটি ঐতিহ্যবাহী পাঠাগার। ১১০ বছর পেরিয়ে গেছে এর বয়স। ১৮৯১ সালে তাঁতিবন্দের জমিদার অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেন এই পাঠাগারটি। পাবনার বিদ্যানুরাগী ও সংস্কৃতিবান মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম এর আলোয় আলোকিত হয়েছেন।

সম্প্রতি এই পাঠাগারটির জন্য ছয়তলা একটি নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে স্কয়ারের অর্থায়নে। নিশ্চয়ই উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ এটি। তবে পাঠাগারের আধুনিক ভবনটি যেন প্রকৃতই কাজে লাগে সেটাই মূল বিবেচনার বিষয়। বই পড়ার জন্য বিপুলসংখ্যক মানুষ, বিশেষত তরুণ প্রজন্ম যদি পাঠাগারটিতে নিয়মিত যায়, তবেই না ভবনের সার্থকতা। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাগুলো যুক্ত করে বই ও পাঠাগারকেন্দ্রিক সংস্কৃতি একটা নতুন জীবন লাভ করতে পারে; যা আমাদের নতুন প্রজন্মের চিন্তা, মনন ও সৃজনের পথে উদ্বুদ্ধ করবে। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাঠাগারগুলো উন্নয়নের কাজে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি উদ্যোক্তার এগিয়ে আসা প্রয়োজন।